ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 094 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৪ ● কলকাতা ● ২৩ চৈত্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৭ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 253

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আবার, ঐ পাইপে জল নেই, যে পাইপ মুখে রাখলে জল মুখে এসে যাবে। পাইপ এক মাধ্যম মাত্র। জল ট্যাঙ্কের ভিতরে আছে। পাইপের দ্বারা আসতে পারে, ক্রমশঃ

ভোটের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে ১০০ মুসলিম পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের দামা বাজতেই দলবদলও শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। এবার জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আগে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বড়সড় ধাক্কা খেল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বেলিয়াবেড়া অঞ্চলে প্রায় ১০০টি সংখ্যালঘু পরিবার তৃণমূল ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করল। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে এমন ভাঙন শাসকদলের জন্য কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা

এরপর ৫ পাতায়

প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে মাসে ৩ হাজার টাকা', কবে থেকে ঢুকবে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বারবার করেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে অস্ত্র করেছেন। পাঁচশো টাকা দিয়ে শুরু করে বর্তমানে দেড় হাজার টাকা করে প্রতি মাসে বাংলার প্রতিটি ঘরের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। এই পরিস্থিতিতে রবিবার কোচবিহারে নরেন্দ্র মোদির সভা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে মুখ খুললেন শমীক ভট্টাচার্য।এদিকে এদিনের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''মা-বোনেদের বলব, বিজেপি আপনাদের সম্মান-সমৃদ্ধির জন্য রয়েছে। বিজেপি সরকার এলে মহিলাদের উন্নতি হবে, এটা আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড। লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ আইন বানিয়েছে। ২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে এর উপকার মিলবে মহিলাদের। মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ বিলের জন্য ১৬, ১৭, ১৮ এপ্রিল সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার।''সরকার বদলের ডাক দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি মঞ্চ থেকে বার্তা দিলেন আগামী জুন থেকেই নতুন সরকার প্রত্যেক মাসে প্রতি মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে দেবে।

এদিন তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে শমীক বলেন, ''যাঁর বাড়ির ছেলের চাকরিটা চড়া দামে তৃণমূল কংগ্রেস বাজারে বিক্রি করে দিয়েছে। আজ সেই বাড়ির মহিলা পাচ্ছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দেড় হাজার টাকা। আমরা বারবার বলেছি যে যে কোনও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের প্রকল্প, আমাদের কর্তব্য। যাঁর টাকা আছে তাঁর ছেলে বড় স্কুলে পড়বে। যাঁর বেশি পয়সা আছে, সে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা করবে। কিন্তু যাঁর কিছু নেই, তার জন্য আছে বিজেপি সরকার।''

এরপরই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ''লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ১৫০০ টাকা। আর বাড়াতে পারছে না। লক্ষ্মী হাত তুলে নিয়েছে। এত গুলি, এত বোমার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক করেছেন যে এই সরকারকে বদলে দেবে। এই সরকার বদলে দিলেও কোনও জনহিতকর প্রকল্প বন্ধ হবে না। লক্ষ্মীর মা আসছে অন্নপূর্ণা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে দেবে জুন মাস থেকে নতুন সরকার। আর ১৫০০ নয়, এবার ৩ হাজার সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এই গ্যারান্টি নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি। যার গ্যারান্টি মুখের গ্যারান্টি নয়। আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ যাঁর ওপর বিশ্বাস করেন, তিনিই নরেন্দ্র মোদি।'' এদিন কোচবিহারের সভা থেকে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, এই নির্বাচন দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার নির্বাচন।

১৫০ কোটির 'উপহার', ৬৫ কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত, সব রাজ্যকে হারিয়ে 'লজ্জার' রেকর্ড বাংলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের ভোটের নির্ঘন্ট যত এগিয়ে আসছে ততই আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে নির্বাচন কমিশন। পাঁচটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রচুর নগদ টাকা, সোনা, রূপো, প্ল্যাটিনামের মতো মহার্ঘ্য ধাতু থেকে মদ, মাদকও। ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই 'উপহার' এর বহর বেড়েই চলেছে।কমিশন জানিয়েছে, রাজ্য জুড়ে ৫ হাজার ১৭৩ টি ফ্লাইং স্কোয়াড, ৫ হাজার ২০০-র বেশি স্ট্যাটিক

এরপর ৩ পাতায়

নদিয়া থেকে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচনী প্রচারে আজ নদিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দু-দফার বিধানসভা ভোট। ফল ঘোষণা ৪ মে। সেই দিনই চূড়ান্ত হয়ে যাবে আগামী বিধানসভা ভোটে জিতে সরকার গঠন করবে কারা? গত তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নদিয়ার নাকাশিপাড়ার জনসভা থেকে বলেন চাঞ্চল্যকর বার্তা। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সোমবার নদিয়াতে একাধিক সভা মমতার। সোমবার নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানের তিনটি জায়গায় জনসভা রয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। প্রথমেই নদিয়ার পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ এবং নাকাশিপাড়ায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করছেন মমতা। নদিয়া থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তান আর মোথাবাড়ি নিয়ে আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কমিশন-বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ তোলেন তৃনমুনেত্রী।

মমতা বলেন, ''এই নদিয়ার নাকাশিপাড়ায় এক বার এক পুলিশের হাত ভেঙেছিল। আমি গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম। সব মনে আছে। বহু বার কৃষ্ণনগরে এসেছি। নদিয়ায় আমি অনেক বার এসেছি। অনেক কিছু করেছি এই জেলার জন্য। এখন বিজেপি তা নিয়ে দালালি করছে। এই যে শাড়ি পরে আছি এটাও আপনাদের এখানের।''

বিস্ফোরক দাবি তুলে মমতা বলেন, ''৪ মে গণনা হবে। সকাল থেকে ওরা দেখাবে, ওরাই জিতছে। ভয় পাবেন না। শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আমরাই জিতব।'' একইসঙ্গে ভোটারদের ও দলীয় কর্মীদের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ভোটের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে ১০০ মুসলিম পরিবার

হলে, তাঁরা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। তা নিয়েও যদিও চর্চা চলছে। এদিকে প্রতিবারই জঙ্গলমহলের ভোট রাজ্যের রাজনীতির অভিমুখ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। তাহলে প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগে বেলিয়াবেড়ার এই দলবদল কি কোনও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত? প্রশ্ন ঘুরছে, ১০০টি সংখ্যালঘু পরিবারের শাসক দল ত্যাগের প্রভাব ইভিএম-এ কতটা পড়বে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল।নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা স্বভাবতই জেলার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। চর্চা রাজনৈতিক আঙিনায়।

বিজেপির গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের প্রার্থী রাজেশ মাহাতো এদিন সকাল থেকেই নিজের এলাকায় প্রচার চালাচ্ছিলেন। প্রচার চলাকালীন তিনি আচমকা খবর পান, বেলিয়াবেড়া গ্রামের বহু সংখ্যালঘু পরিবার তৃণমূলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগ দিতে আগ্রহী। খবর পেয়েই কালক্ষেপ না করে দ্রুত ওই গ্রামে পৌঁছে যান তিনি। নিজ হাতে ওই পরিবারগুলির হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন।

ভোটের আগে আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তাই প্রচারের শেষ লগ্নে কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বিজেপি প্রার্থী। নিজেই গাড়ি চালিয়ে গ্রামের অলিগলি ঘুরে জনসংযোগ সারছেন রাজেশ মাহাতো। এদিনের এই গণ-যোগদানে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত পদ্ম শিবির। এলাকার বিজেপি নেতারা বলছেন, সাধারণ মানুষ তৃণমূলের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন। বিজেপির উন্নয়নমূলক চিন্তাধারার উপর ভরসা রাখছেন। এই যোগদান গোপীবল্লভপুরে বিজেপির হাতকে সামগ্রিকভাবে আরও শক্ত করল বলে মনে করছে দলীয় নেতৃত্ব।

(২ পাতার পর)

১৫০ কোটির 'উপহার', ৬৫ কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত, সব রাজ্যকে হারিয়ে 'লজ্জার' রেকর্ড বাংলার

সারভেইলেন্স টিম তল্লাশি চালাচ্ছে দিনরাত। ভোটের নির্ঘণ্ট যত এগিয়ে আসবে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই মনে করছে নির্বাচন কমিশন।আর এই তালিকায় একেবারে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

ভোটমুখী বঙ্গে কোটি কোটি টাকার জিনিস বাজেয়াপ্ত কমিশনের

নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলায় মোট ৩১৯ কোটি টাকার অবৈধ জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভোটমুখী অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ছাপিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

গোটা দেশে কত বাজেয়াপ্ত: কমিশনের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে, তামিলনাড়ুতে বাজেয়াপ্ত হওয়া অবৈধ জিনিসের দাম প্রায় ১৭০ কোটি আর প্রতিবেশী অসমে বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ৯৭ কোটি টাকার জিনিস। গোটা দেশে এই কদিনে বাজেয়াপ্ত হয়েছে মোট ৬৫১.৫১ কোটি টাকার অবৈধ জিনিস। এর মধ্যে অর্ধেকই পশ্চিমবঙ্গের। বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসের মধ্যে কী কী রয়েছে?

কী কী উদ্ধার হয়েছে: কমিশনের তরফে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলা থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলির মধ্যে অধিকাংশই রয়েছে 'উপহার' এবং মাদক। প্রায় ১৫০ কোটি টাকার উপহার, ৬৫ কোটি টাকার মাদক, ১১ কোটি টাকা নগদ, ৩৯ কোটি টাকার মহার্ঘ্য ধাতুও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৫৫ কোটি টাকা মূল্যের ২১ লক্ষ লিটারেরও বেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

(২ পাতার পর)

নদিয়া থেকে বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী মমতার

শেষ পর্যন্ত গণনা কেন্দ্র না ছাড়ার নির্দেশ দেন মমতা। তৃণমূলনেত্রীর কথায়, "গণনা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ময়দান ছাড়বেন না।"

শুভেন্দু অধিকারীর ভবানীপুর জয়ের চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তৃণমূলনেত্রী জানান, "আমি আগামী আট তারিখ মনোনয়ন জমা দেব। ওরা মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক সৌজন্য দেখায়নি। ৫০০ টাকা করে দিয়ে কাঁথি, পটাশপুর থেকে লোক এনেছে। ভবানীপুরের মাত্র ১৬ জন ছিল। এবার তুমি জবাব পেয়ে যাবে। তোমার আম যাবে, ছালাও যাবে এবার।"

মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি দিচ্ছেন! কমিশনের অভিযোগ শুনে সুপ্রিম কোর্ট বলল, 'দরকার পড়লে পদক্ষেপ'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল। সোমবারের শুনানিতে নির্বাচন কমিশন অভিযোগ তোলে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্য পরিবেশকে উত্তেজিত করছে। এদিনই মালদহের ঘটনায় ধৃতদের এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নথিও এনআইএ-র কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মালদহে সাত জুড়িশিয়াল অফিসারকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাওয়ের ঘটনায় রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে মোফাক্কেরুল ইসলাম ও শাহজাহান আলিকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়।এই প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, প্রয়োজন হলে তাঁরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে।

শুনানির সময় মালদহের কালিয়াচক এলাকার ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং কিছু বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কালিয়াচকে অশান্তির দুই মাথাকে NIA-কে হস্তান্তরের নির্দেশ!

মোথাবাড়ি কাণ্ডের মূল চক্রী হিসেবে ধৃত আইনজীবী এবং মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম। মোফেক্কারুল সহ ঘটনার মূল চক্রী হিসেবে ধৃত দু জনকেই এনআইএ-এর হাতে তুলে দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তের কেস ডায়েরিও এনআইএ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।এর পরই প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত নির্দেশ দেন, মোথাবাড়ি অশান্তির মাথা হিসেবে যে দু জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের এনআইএ-র হাতে হস্তান্তর করতে হবে। যতদিন না সেটা হয়, ততদিন পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখতে হবে মূল দুই অভিযুক্তকে। পাশাপাশি মামলায় ধৃত সব সন্দেহভাজনদেরও এনআইএ-কে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনকে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি এবং জুডিশিয়াল অফিসারদের। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৩ এপ্রিল।গত বুধবার এসআইআর প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি বিধানসভার কালিয়াচক-২ এলাকা। ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভে দীর্ঘক্ষণ বিডিও অফিসে আটকে থাকেন এসআইআর নথি যাচাইয়ের দায়িত্বে থাকা ৭ জন বিচারক। পরে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে ওই বিচারকদের উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় আগেই এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এ দিন এনআইএ তদন্তের নির্দেশে সিলমোহর দিয়েছে শীর্ষ আদালতও। অবিলম্বে এনআইএ-কে তদন্তভার হস্তান্তর করতে রাজ্য এবং স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এ দিন সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া মোথাবাড়ি কাণ্ডের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে এনআইএ জানিয়েছে, মোথাবাড়ি কাণ্ডে জড়িত বলে প্রাথমিক ভাবে ৪৩২ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৬ জন গ্রেফতার হয়েছে, ৫ জনের সরাসরি যোগ পাওয়া গিয়েছে। অশান্তির ঘটনায় যুক্ত ৩২ জনের বিরুদ্ধে অতীতে যথেষ্ট অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। সন্দেহজনক হিসেবে ৩০৯ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এনআইএ জানিয়েছে, মোথাবাড়ি পৌঁছে তারা প্রাথমিক অনুসন্ধানটুকু করেছে। পূর্ণ তদন্ত শুরু করার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে অনুমতি চায় এনআইএ। কেস ডায়েরি হস্তান্তর করার আবেদনও জানায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। কেস ডায়েরি এনআইএ-কে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি।

প্রধান বিচারপতি বলেন, আমাদের জানানো হয়েছে কমিশন এনআইএকে তদন্তভার দিয়েছে। আমাদের সিলড কভারে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক এফআইআর রাজ্য পুলিশ রুজু হয়েছে। যেহেতু স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, আমরা অবিলম্বে নির্দেশ দিচ্ছি এনআইএ তদন্ত নিজেদের হাতে নিক। এনআইএ চাইলে পরবর্তীকালে আরও এফআইআর রুজু করতে পারে বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত রিপোর্ট কলকাতার এনআইএ কোর্টে সাবমিট করতে হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সুপ্রিম কোর্টেও তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে এনআইএ-কে।

রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে তাঁদের আইনজীবীরা শীর্ষ আদালতে জানান, ঘটনার পিছনে থাকা দুই মূল মাথা মেফাক্কারুল ইসলাম এবং মৌলানা কাদরিকে রাজ্য পুলিশই গ্রেফতার করেছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনত্রিশতম পর্ব)

মধুকরদের নৌকা। বনবিবির এই ইতিহাস সুন্দরবন বাসীদের জানা, দুঃখের এই কাহিনী আজও সুন্দরবন বাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য। সুন্দরবনে সে সময় বাস করতেন গাজী নামে এক আউলিয়া। আর জঙ্গল প্রহরায় থাকতেন বাঘরূপী অপশক্তি দক্ষিণ রায় বা রায়মনি। সারা সুন্দরবনের একছত্র অধিপতি এই দক্ষিণ রায়। যেমন সুপুরুষ, তেমন দাপট তেমন অহঙ্কার। গাজী আউলিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের বন্ধুত্ব ছিল।পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনাকে উদঘাটন করা আছে, দুর্বল দুখেকে রক্ষা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি দিচ্ছেন! কমিশনের অভিযোগ শুনে সুপ্রিম কোর্ট বলল, 'দরকার পড়লে পদক্ষেপ'

আদালতে কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, একটি বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ - নিয়ে এমন মন্তব্য করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা বাড়াতে পারে। অভিযোগ, ওই বক্তব্যে বলা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা হামলা করতে পারে, এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, এই ধরনের মন্তব্য ভোটের আবহে উত্তেজনা বাড়াতে পারে।

এই সংক্রান্ত বক্তব্যের নথিও আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শুনানিতে জানান, একটি ভিডিওতে এক বিচারিক আধিকারিককে প্রকাশ্যে ভীত ও আবেগপ্রবণ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। সেখানে তিনি নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, যদি রাজ্য প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তবে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করবে। আদালতের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে শীর্ষ বিচারব্যবস্থা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

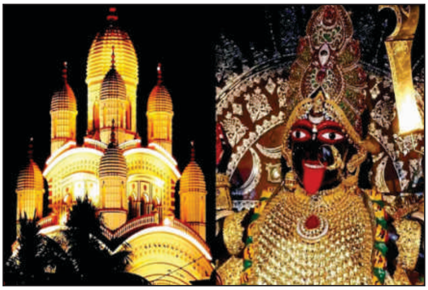

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা বলতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি। সকলেই পুরুষ এবং এই সব পুরুষ দেবতাদের মাহাত্ম্যেই প্রায় সমগ্র ঋগ্বেদ ভরপুর। দেবীরা শুধু যে সংখ্যায় নগণ্য তাই নয়, গৌরবেও একান্ত গৌণ। অনেক সময় তাঁদের সত্তাটুকুও সুস্পষ্ট নয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থার গবেষকবৃন্দ তামিলনাড়ুর উপকূলে আবিস্কার করলেন ২টি নতুন সামুদ্রিক নিমাটোড প্রজাতি

কলকাতা, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

ভারতের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের নথিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটল। Zoological Survey of India (ZSI) বা ভারতীয় প্রাণী সরবেক্ষণ সংস্থার গবেষকরা তামিলনাড়ু উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রাঞ্চলে মুক্তভাবে বসবাসকারী সামুদ্রিক নিমাটোডের দুটি নতুন প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন। এবছর ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকা Zootaxa-এ প্রকাশিত এই আবিস্কার উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা অদৃশ্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য নিয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রটি রচনা করেছেন গবেষক শ্রীমতী ঋতিকা দত্ত এবং শ্রীমতী আনজুম রিজভি। তাঁদের এই গবেষণার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক মহলে দুটি নতুন প্রজাতি, Crononema dhriti এবং Epacanthion indica, উপস্থাপিত হয়েছে। এই অণুজীবগুলি ক্ষুদ্র হলেও সামুদ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আবিষ্কার- বাস্তুতন্ত্রের অদৃশ্য শক্তি

এই দুটি প্রজাতি সামুদ্রিক তলদেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশগত স্তরে অবস্থান করে:

Crononema dhriti (Datta & Rizvi, 2026): এটি একটি অত্যন্ত বিরল আবিস্কার, যা বিশ্বব্যাপী উপলব্ধ এই গোত্রের মাত্র চতুর্থ পরিচিত প্রজাতি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামে এই গোত্রের উপস্থিতি নথিভুক্ত ছিল। ভারতীয় জলসীমায় এর সন্ধান সামুদ্রিক জীব-ভৌগোলিক গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

নামকরণ- এই প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে ডঃ ধৃতি ব্যানার্জী-র সম্মানে, যিনি ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন এবং ভারতের প্রাণীবৈচিত্র্য নথিবদ্ধকরণে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

Epacanthion indica: ভারতের নামানুসারে নামকরণ করা এই প্রজাতিটি তার জটিল শারীরিক গঠনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক নিমাটোড যেখানে অণুজীবভোজী, সেখানে E. indica-র বিশেষায়িত ম্যান্ডিবল ও "দাঁত" রয়েছে, যা তাকে সামুদ্রিক তলদেশের খাদ্যজালে একটি অণুবীক্ষণিক শিকারীতে পরিণত করেছে।

কেন এই ক্ষুদ্র জীবগুলি গুরুত্বপূর্ণ- চোখে দেখা না গেলেও, সামুদ্রিক নিমাটোড সমুদ্রতলের প্রকৃত "নিঃশব্দ নায়ক"। এরা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ভূমিকা পালন করে, যেমন:

১) পুষ্টিচক্র বজায় রাখা: জৈব বর্জ্য ভেঙে এবং সমুদ্রে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পুনর্ব্যবহার করে

২) পলিমাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা- উপকূলীয় পলিমাটির স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা

৩) জৈব-নির্দেশক হিসাবে ভূমিকা- পরিবেশের স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়া

এই গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ ধৃতী ব্যানার্জী বলেন, "এই আবিস্কার আমাদের অনুধাবন করায় যে, সমুদ্রের জগৎ এখনও কতটা অজানা রয়ে গিয়েছে। বস্তুত, এই ক্ষুদ্র জীবগুলি সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি। এই 'অদৃশ্য' জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে গভীরভাবে জানা কার্যকর সংরক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং বৈশ্বিক পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উপকূলীয় উৎপাদনশীলতার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

রাজ্যসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করালেন চেয়ারম্যান শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী সি.পি. রাধাকৃষ্ণন আজ রাজ্যসভা কক্ষে নবনির্বাচিত/ পুনর্নির্বাচিত ১৯ জন সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এই সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন – শ্রী রামদাস বান্দু আঠাওয়ালে, শ্রীমতি মায়া চিন্তামন ইভনাতে, শ্রী শরদচন্দ্র পাওয়ার, শ্রী রামরাও সখারাম ওয়াদকুটে, ড. জ্যোতি নাগনাথ ওয়াঘমারে, শ্রী ক্রিস্টোফার মানিকম, ড. আনবুমণি রামাদোস, শ্রী কনস্টানডাইন রবীন্দ্রন, শ্রী এল. কে. সুধীশ, ড. এম. থাম্বিদুরাই, শ্রী তিরুচি শিবা, শ্রী বাবুল সুপ্রিয় বড়াল, ড. মেনকা গুরুস্বামী, শ্রী রাজীব কুমার, কুমারী রুক্মিণী মল্লিক, শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা, শ্রী সন্তৃপ্ত মিশ্র, শ্রী দিলীপ কুমার রায় এবং শ্রী মনমোহন সামল।

তিনজন সদস্য মারাঠি ভাষায়, দুজন হিন্দিতে, ৬ জন তামিল ভাষায়, একজন ইংরেজিতে চার জন

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

জিইএম ১৮.৪ লক্ষ কোটি টাকা জিএমভি অর্জন করেছে, হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সরকারি সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গভর্মেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (জিইএম) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৮.৪ লক্ষ কোটি টাকার পৌনঃপুনিক মোট সংগ্রহ অর্জন করেছে। একই সঙ্গে পেরিয়ে গেছে ৫ লক্ষ কোটি টাকার জিএমভির সীমা। প্ল্যাটফর্মটি একইরকমভাবে স্বচ্ছ, কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। ভারতের সরকারি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

এই মাইলফলক পাবলিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জিইএম-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রতিফলন। সব সরকারি সংস্থায় বিশাল পরিমাণে সংগ্রহের সুবিধা হচ্ছে।

এতে সংগ্রহের সিদ্ধান্তে সুবিধা হচ্ছে। সরকারি চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারছে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে থাকা সংস্থাগুলি। সরকারি অর্থ খরচ হচ্ছে স্বচ্ছতার সঙ্গে, সুস্থায়ীভাবে এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমকে জিইএম-এর সিইও শ্রী মিহির কুমার জানিয়েছেন, এত বেশি পরিমাণ জিএমভি থেকে বোঝা যায় স্বচ্ছ, প্রযুক্তিচালিত, সংগ্রহ পরিমণ্ডলের প্রতি ক্রেতা-বিক্রেতা এবং প্রতিষ্ঠানের আস্থা।

অণু এবং ক্ষুদ্র সংস্থা, মহিলা উদ্যোগী, এসসি-এসটি সংস্থা এবং স্টার্টআপদের জন্য সুযোগ বাড়াতে জিইএম একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বরাতের ৬৮ শতাংশ কার্যকর করেছে অণু এবং ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি যা মোট জিএমভির ৪৭.১ শতাংশ।

১১ লক্ষের বেশি অণু ও ক্ষুদ্র সংস্থা প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৫১ লক্ষ বরাত পেয়েছে তারা। পূর্বেকার অর্থ বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। ২.১ লক্ষের বেশি মহিলা পরিচালিত অণু ও ক্ষুদ্র সংস্থা পোর্টালে নথিভুক্ত। ২৮,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাত পেয়েছে। বৃদ্ধির হার ২৮ শতাংশ। এসসি-এসটি অণু ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি ৬,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাত পেয়েছে। এক্ষেত্রেও বৃদ্ধির হার ২৮ শতাংশ। একই সময়কালে ১৯,০০০ কোটি টাকার বেশি বরাত পেয়েছে স্টার্টআপগুলি। বৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশের বেশি।

জিইএম পরিচালনায় প্রযুক্তি কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয়। উন্নত অ্যানালিটিক্যাল টুল ব্যবহার করা হয় অস্বাভাবিক মূল্য, বিডিং-এ অসদুপায় ইত্যাদি চিহ্নিত করতে। ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার দুর্নীতিমূলক আঁতাতের সম্ভাবনাও চিহ্নিত করা যায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলি, দফতরগুলি এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পুরোমাত্রায় এটিকে গ্রহণ করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও বেশিমাত্রায় অংশ নিচ্ছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রাজ্যগুলির সংগ্রহ বৃদ্ধির হার ৩৮.৩ শতাংশ।

ক্যানিং মহকুমায় বিজেপির জোরাল শক্তিপ্রদর্শন – মনোনয়ন ঘিরে উত্তাল জনসমুদ্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং মহকুমায় এদিন বিজেপির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক বিরাট রাজনৈতিক আবহ, যেখানে Sukanta Majumdar-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়; ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম—দুই অঞ্চল থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঢল নেমে আসে এবং রাস্তাজুড়ে স্লোগান, পতাকা ও উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা, যা স্পষ্টভাবে বিজেপির শক্তিপ্রদর্শনের ছবি তুলে ধরে। এই কর্মসূচিতে ১২৮ নম্বর বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী Bikash Sardar-এর সক্রিয় উপস্থিতি নজর কেড়েছে, তিনি সমর্থকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ের বার্তা দেন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন; পাশাপাশি গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী Bikarna Naskar-এর নামও এই আবহে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে, যিনি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সব মিলিয়ে, ক্যানিং মহকুমার এই বিশাল জনসমাগম শুধুমাত্র একটি মনোনয়ন জমা দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তা এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা—ক্যানিং পূর্ব, পশ্চিম, বাসন্তী ও গোসাবা জুড়ে বিজেপি তাদের সংগঠনের ভিত মজবুত করছে এবং আসন্ন নির্বাচনে জোরদার লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ

(৫ পাতার পর)

রাজ্যসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করালেন চেয়ারম্যান শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান

বাংলায় এবং তিনজন ওড়িয়া ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন।

এই সদস্যদের মধ্যে পাঁচ জন মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে, ছয় জন তামিলনাড়ু থেকে, পাঁচ জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবং তিনজন ওড়িশা থেকে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন।

সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম, রাজ্যসভার মহাসচিব শ্রী পি. সি. মোদী এবং সচিবালয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার খবর

অ্যাকশন, রোমান্স তো থাকবেই, সঙ্গে নয়া জুটি আল্লু-দীপিকা, কবে আসছে অ্যাটলির 'AA22xA6'?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিচালক অ্যাটলি-র নতুন প্যান-ইন্ডিয়া ছবি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে।'AA22xA6' এই ছবিতে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুন এবং বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরিই ছবিটির শুটিং শুরু হবে। দীপিকা এই ছবির জন্য টানা ১০০ দিনের শিডিউল দিয়েছেন।

'পিঙ্কভিলা'র একটি সূত্র জানিয়েছে, "দীপিকা পাড়ুকোন ইতিমধ্যেই ছবির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন এবং নভেম্বর মাস থেকে শুটিংয়ে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই ছবির জন্য তিনি ১০০ দিন সময় বরাদ্দ করেছেন, যেখানে নাটকীয় ও অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং হবে। আল্লু অর্জুনের সঙ্গে এটি দীপিকা পাড়ুকোনের এক অন্যরকম রূপ হবে।"

ওই সূত্র আরও জানায়, ছবিতে দীপিকাকে একজন যোদ্ধার চরিত্রে দেখা যাবে এবং তাঁর জন্য বিশেষ পোশাক ও অস্ত্র ডিজাইন করা হচ্ছে। জানা গেছে, এই ছবিতে আল্লু অর্জুন এবং দীপিকা দু'জনেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করবেন। সূত্র অনুযায়ী, ছবিটির শুটিং ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং

২০২৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এটি মুক্তি পেতে পারে। আল্লু অর্জুন এই ছবির জন্য তার পুরো সময় বরাদ্দ করেছেন এবং এটিকে তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ছবি হিসেবে দেখছেন।

অ্যাটলির এই ছবিটি আল্লু অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রথম কাজ। আল্লু অর্জুন সম্প্রতি 'পুষ্পা ২: দ্য রুল' ছবির কাজ শেষ করেছেন। ছবিটি বিশাল বাজেটে তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। ছবিতে ভরপুর অ্যাকশন এবং ইমোশনাল ড্রামা থাকবে।

দীপিকা পাড়ুকোন মা হওয়ার পর 'কিং' এবং অ্যাটলির এই ছবি দিয়ে আবার ক্যামেরার সামনে ফিরছেন। ২০২৬ সালের শেষের দিক থেকে তিনি এই দুটি ছবির কাজ একসঙ্গে সামলাবেন।

অন্যদিকে, আল্লু অর্জুনকে সর্বশেষ ব্লকবাস্টার ছবি 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'-এ দেখা গেছে। তাঁর 'পুষ্পা রাজ' চরিত্রটি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়াও তিনি ত্রিভিক্রম শ্রীনিবাসের একটি সোশিও-পৌরাণিক ফ্যান্টাসি ছবিতে কাজ করবেন এবং বহুল প্রতীক্ষিত 'পুষ্পা ৩'-তেও তাঁকে দেখা যাবে।

মেয়ের প্রথম জন্মদিনের ছবি পোস্ট আথিয়ার, শুভেচ্ছা জানালেন আনুশকাসহ অনেকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা সুনীল শেঠিকন্যা আথিয়া শেঠি গত বছর ২৪ মার্চ মা হয়েছেন। একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তিনি। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেছে। গতকাল আথিয়া শেঠি ও তার স্বামী ক্রিকেটার কেএল রাহুল তাদের কন্যা ইভারার প্রথম জন্মদিন উদযাপন করেছেন। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

২৪ মার্চ সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আথিয়া শেঠি ও কেএল রাহুল একটি যৌথ পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে তাদের ছোট্ট মেয়েটির বিশেষ দিনের কিছু ঝলক দেখা গেছে। প্রথম ছবিতে কেএল রাহুল ইভারাকে কোলে তুলে নিয়েছেন এবং তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন আথিয়া শেঠি। তাদের পেছনে একটি বেলুনে লেখা— Evaaru is one!

পরের ছবিতে ইভারার হাতের পাশে একটি কেকের ঝলক দেখা গেছে। আথিয়া ও রাহুল ইভারার পশু-থিমযুক্ত কেকগুলোরও একটি ঝলক দিয়েছেন। কেকগুলো কাপকেক এবং ফুলের তোড়ার পাশে একটি টেবিলে রাখা ছিল। শেষ ক্লোজ-আপ ছবিতে দেখা গেছে, ইভারা তার বাবা রাহুলের আঙুল ধরে আছে।

তারা পোস্টে আরও লিখেছেন— 'শুভ প্রথম জন্মদিন, আমার জান (সাদা হার্ট ইমোজি)। আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি।'

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সেই ছবির পোস্টে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা, মাসাবা গুপ্তা, অনন্যা পান্ডে। তারা ইভারার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট দিয়েছেন।

আনুশকা শর্মা লিখেছেন— 'মিষ্টি মিষ্টি বেবি (লাল হার্ট, তিনটি হার্টসহ মুখ এবং নজর ইমোজি)।' অনন্যা পান্ডে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন— 'শুভ জন্মদিন, মিষ্টি পরী।' মাসাবা গুপ্তা বলেছেন, 'আমার ইভারু কুকু ক্যাট।' মৃণাল ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'ওহহহ শুভ জন্মদিন মানিক।'

সোনাক্ষী সিনহা, ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনি, আকানশা রঞ্জন কাপুর এবং পাত্রলেখা লাল হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। আথিয়ার ভাই-অভিনেতা আহান শেঠিও তার ভাগনিকে সাদা হার্ট ইমোজি পোস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি একটি ছবি পোস্ট করেছেন, সেখানে ইভারু তার কোলে বসে আছে। তিনি লিখেছেন— 'এক বছর হয়ে গেল! শুভ জন্মদিন, আমার এভুউউ।

'ফারজি ২' নিয়ে ফিরছেন রাশি খান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষ অভিনয় এবং পর্দার উপস্থিতিতে দর্শকদের মুগ্ধ করে চলেছেন বলিউড ও দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশি খান্না। সম্প্রতি অ্যামাজন প্রাইমের জমকালো এক আয়োজনে তার অভিনীত দুটি বড় প্রজেক্ট— 'ফারজি সিজন ২' এবং 'লুকখে'-এর ঘোষণা আসার পর থেকেই নতুন করে আলোচনায় এই অভিনেত্রী।

গ্ল্যামার আর পারফরম্যান্সের এক দারুণ ভারসাম্য বজায় রেখে এই অভিনেত্রী এখন তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সময় পার করছেন।

'ফারজি'-এর প্রথম সিজনে 'মেঘা' চরিত্রে রাশির অভিনয় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। শাহিদ কাপুর এবং বিজয় সেতুপতির মতো তারকাদের পাশে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় সিজনে মেঘা চরিত্রটি কোন দিকে

মোড় নেবে, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। রাজ ও ডিকে পরিচালিত এই সিরিজের সিক্যুয়েলে রাশিকে আরও শক্তিশালী ও চ্যালেঞ্জিং রূপে দেখার অপেক্ষায় আছেন ভক্তরা।

একদিকে যেমন 'ফারজি ২' নিয়ে উন্মাদনা, অন্যদিকে 'লুকখে' সিরিজে রাশির নতুন লুক সবাইকে চমকে দিয়েছে। এখানে তার বিপরীতে থাকছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা কিং।

জানা গেছে, এই সিরিজে রাশিকে এমন এক অবতারে দেখা যাবে যা এর আগে তিনি কখনো করেননি। ক্রমে নিজের ইমেজের বাইরে গিয়ে ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করার সাহসই তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছে।

এদিকে রাশি খান্না শুধু অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন; ভাষা পরিবর্তন থেকে শুরু করে সংগীতের প্রতি তার অনুরাগ—সবক্ষেত্রেই তিনি দেখিয়েছেন নিজের মুনশিয়ানা। কোনো রকম জাঁকজমক ছাড়াই অত্যন্ত সাবলীলভাবে যেকোনো চরিত্রে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা এই অভিনেত্রীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

ভার্সেটাইল বা বহুমুখী এই অভিনেত্রী বারবার প্রমাণ করছেন যে, তিনি কেবল গ্ল্যামারের জন্য নন, বরং অভিনয়ের গভীরতা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি জয় করতে এসেছেন। বিশ্লেষকদের ধারণা, 'ফারজি ২' এবং 'লুকখে'—এই দুটি প্রজেক্টই রাশির ক্যারিয়ারে নতুন এক মাইলফলক যোগ করতে যাচ্ছে।

হারের হ্যাটট্রিক সিএসকের, টেবিলের শীর্ষে আরসিবি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : বেশি না, এক বছর পিছিয়ে যান। আরসিবি বনাম চেন্নাই। সেদিনও প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একসময় চাপে পড়ে গিয়েছিল আরসিবি। সেখান থেকে ম্যাচ ঘুরিয়েছিলেন রোমারিও শেপার্ড। তাঁর ১৪ বলে ৫৩ রানের দৌলতে ২০০ পার করেছিল আরসিবি। জিতেছিল মাত্র ২ রানে। আজ শেপার্ড যেন মাঠে থেকেও ভর করেছিলেন টিম ডেভিডের উপর। ২৫ বলে ৭০ রান করলেন ডেভিড। ১৯ তম ওভারে এল ৩০ রান। শেষ অবধি আরসিবি করল ২৫০। এই দুই দলের মধ্যে যে কটা ম্যাচ হয়েছে, তার মধ্যে আজকের ম্যাচে সর্বোচ্চ রান করল আরসিবি। শেষে জয় এল মাত্র ৪৩ রানে। এরফলেই দুই ম্যাচে জিতে টেবিলের ফার্স্টবয় আরসিবি।
টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৩০ বলে ৪৬ রান করলেন ফিল সল্ট। কোহলি করলেন মাত্র ২৮। যদিও তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি আরসিবির। ভাল মখেললেন দেবদত্ত পাদিক্কাল। টানা দুই মাঠে হাফ সেঞ্চুরি করলেন দেবদত্ত। তিনি আউট হতেই যেন ঝড় উঠল চিন্নাস্বামীতে। ১৯ বলে ৪৮ রান করলেন অধিনায়ক রজত পাতিদার। আগের ম্যাচে করেছিলেন ১২ ম্যাচে ৩২ রান। আজ অপরাজিত রইলেন ৪৮ রানে। কিন্তু আরসিবিকে রেকর্ডের মুখে দাঁড় করলেন টিম ডেভিড। চেন্নাই বোলারদের পাড়ার বোলারের পর্যায়ে নামিয়ে এনে করলেন ২৫ বলে ৭০ নট আউট। ২০ ওভার শেষে আরসিবি করল ২৫০/৩। দুই দলের মুখোমুখি ম্যাচে সর্বোচ্চ রান উঠল আজ।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারাতে শুরু করে চেন্নাই। ৩০ রানের মধ্যেই প্যাভিলিয়ন ফিরে যান অধিনায়ক রুতুরাজ, সঞ্জু ও আয়ুষ মাত্রে। সেখান থেকে পাল্টা চেষ্টা করা শুরু করেছিলেন সরফরাজ খান। ২৪ বলে হাফ সেঞ্চুরি করলেন সরফরাজ। কিন্তু তিনি পাশে জেমি ওভারটন (৩৭) ছাড়া কাউকে পেলেন না। শেষের দিকে একা প্রশান্ত ভীর (৪৩) লড়লেও আরসিবির রানের পাহাড় টপকাতে পারেনি চেন্নাই। শেষ অবধি ১৯.৪ ওভারেই তারা অল আউট হয়ে যায় ২০৭ রানে। ৪১ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেয়েছেন ভুবনেশ্বর কুমার। এই নিয়ে আইপিএলে ২০০ উইকেট হয়ে গেল তাঁর। ২টি করে উইকেট পেলেন জেকব ডাফি, অভিনন্দন সিং ও ক্রুনাল পাণ্ড্য।
এই নিয়ে শেষ কয়েকটি ম্যাচে আরসিবির কাছে ধরাশায়ী হল সিএসকে। ২০২৪ সালে শেষ ম্যাচে হারের পর থেকেই যেন সব বিগড়ে গিয়েছে চেন্নাইয়ের। এই নিয়ে টানা ৩ ম্যাচে ৩টিতেই হারলেন সঞ্জুরা। নেই ধোনি ও ব্রেভিস। কিন্তু তারপরেও যেন কোনও কিছুই ব্যাটে বলে হচ্ছে না চেন্নাইয়ের। চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূর অস্ত, আপাতত চেন্নাই একটা ম্যাচ জিতুক, এমনই চান সমর্থকরা।

কোচিং ক্যারিয়ারের পথে ডি মারিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৩৮ বছর বয়সেও থামার কোনো ইঙ্গিত নেই আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার। মাঠে সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারের পাশাপাশি এবার কোচিং জগতেও প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। রোজারিওতে কোচিং কোর্স সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিক সনদ অর্জনের মধ্য দিয়ে ফুটবল জীবনের নতুন অধ্যায়ের দ্বার খুলেছেন এই বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার।
আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং স্কুল এক বিবৃতিতে জানায়, ডি মারিয়া সফলভাবে কোচিং সনদ অর্জন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গর্ব প্রকাশ করে। জবাবে ডি মারিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
ভবিষ্যতে নিজের শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালের দায়িত্বে দেখা যেতে পারে তাকে। বর্তমানে এই ক্লাবের হয়েই খেলছেন তিনি এবং মাঠের পাশাপাশি ডাগআউটেও নিজের ভূমিকা কল্পনা করছেন।
ডি মারিয়ার সাবেক সতীর্থ লিয়ান্দ্রো পারেদেস জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে তারা একসঙ্গে কোচিং স্টাফে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পারেদেস বলেন, অবসর-পরবর্তী সময়ে ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা তার বাড়ছে এবং ডি মারিয়ার সঙ্গে কাজ করার ভাবনাও রয়েছে।
এক সাক্ষাৎকারে ডি মারিয়া নিজেও জানিয়েছেন, পারেদেসকে পাশে নিয়েই কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে চান তিনি। তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্ক এই পরিকল্পনাকে আরও দৃঢ় করেছে।
২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জয়ের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া ডি মারিয়া বর্তমানে ক্লাব ফুটবলে মনোযোগ দিচ্ছেন। তবুও আপারতুরা লিগে রোজারিও সেন্ট্রালের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তিনি।
এছাড়া সামনে রয়েছে কোপা লিবার্তাদোরেসের চ্যালেঞ্জ, যেখানে রোজারিও সেন্ট্রাল গ্রুপ পর্বে শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবে। সব মিলিয়ে, খেলোয়াড়ি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোচিং ক্যারিয়ারের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ রাখছেন ডি মারিয়া।

গিলকে স্ট্রাইক রেটের পেছনে ছুটতে মানা করলেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা ফিরে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এবারের আইপিএলকে বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছেন শুবমান গিল। তবে ভারতের স্পিন কিংবদন্তি রবিচান্দ্রন অশ্বিন তাকে স্ট্রাইক রেটের পেছনে ছুটতে না গিয়ে নিজের খেলার উপর ফোকাস করার পরামর্শ দিয়েছেন।
অশ্বিন গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ককে বলেছেন, মাঠে গিয়ে নিজের স্বাভাবিক খেলায় প্রচুর রান করা গিলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'আহমেদাবাদে তাকে আউট করা খুবই কঠিন, সম্প্রতি সে যেন ডন হয়ে উঠেছে। মাঠে গিয়ে আবারও রানের জোয়ার বইয়ে দিতে হবে। নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার একমাত্র উপায় হলো প্রচুর রান করা। সে গুজরাট টাইটান্সের সেরা ব্যাটার হবে।'
গত আইপিএলে ১৫ ম্যাচে ৬৫০ রান এবং ছয়টি ফিফটির মাধ্যমে দারুণ ছন্দে ছিলেন গিল। সিরি-আয় লিগে তার স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫৫.৮৭। ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে তার স্ট্রাইক রেট ১৪০-এর কম। দেশের জার্সিতে ৩৬ ম্যাচে ৮৬৯ রান করেছেন তিনি, সঙ্গে একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি ফিফটি।
অশ্বিন আরও বলেন, 'স্ট্রাইক রেটের পেছনে না ছুটলেও গিল প্রচুর রান করতে পারবে। এবারের আইপিএলে রান করার জন্য আরও ক্ষুধার্ত থাকবে। টপ অর্ডারে গিল, সাই সুদার্শন ও জস বাটলারের মধ্যে গিল এই মৌসুমে রানের জন্য প্রধান ভূমিকা রাখবেন। এক পর্যায়ে তাকে অরেঞ্জ ক্যাপ জয়ের দৌড়ে দেখা যেতে পারে।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR